ইউনিট ৮

ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মহানবী (সাঃ) শুধু একটি নতুন ধর্মই প্রবর্তন করেন নি। বরং তিনি ধর্মের সাথে একটি রাষ্ট্রেরও গোড়া পত্তন করেছেন। ইসলামই সর্ব প্রথম নাগরিকদেরকে জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর পূর্ণ নিরাপত্তার অধিকার দিয়েছে। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকের বেঁচে থাকার জন্য যেমনিভাবে অন্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা সেই সকল মৌলিক অধিকারের ব্যবস্থা রয়েছে; অনুরূপভাবে রয়েছে আত্মসম্মান ও মর্যাদার অধিকার, সম্পদের অধিকার, নেতৃত্বদানের অধিকার, সামাজিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার ও অর্থনৈতিক অধিকার। নবী করীম (সাঃ) তাঁর হাদীসে এ বিষয়টি পরিস্কারভাবে তুলে ধরেছেন। বিদায় হজ্জের ভাষণে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার নীতিমালা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন ঃ "তোমাদের জান, তোমাদের মাল, তোমাদের মান-সম্মান, এমনই পবিত্র যেমনি আজকের এ হজ্জের দিনটি তোমাদের কাছে সম্মানিত।" আর এ অধিকারের সাথে দায়িত্ব-কর্তব্যও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে আদর্শ ও মূলনীতির উপর ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত তাকে কে মান্য করে আর কে মান্য করে না সে হিসেবেই ইসলামী রাষ্ট্র স্বীয় নাগরিকদের ভাগ করে থাকে। ইসলামী পরিভাষায় উক্ত দু' ধরনের জনগোষ্ঠীকে যথাক্রমে মুসলিম ও অমুসলিম বলা হয়ে থাকে। বিষয়গুলোর আলোচনার সুবিধার্থে এ ইউনিটকে তিনটি পাঠে বিভক্ত করা হয়েছে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো নিম্নরূপ-

❖ পাঠ ঃ ১. ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিক ও নাগরিকের শ্রেণী বিভাগ
❖ পাঠ ঃ ২. মুসলিম নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য
❖ পাঠ ঃ ৩. অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য

পাঠ ঃ ১ ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিক ও নাগরিকের শ্রেণী বিভাগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- ◆ সাধারণ রাষ্ট্রের নাগরিক ও ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক কারা এ সম্পর্ক বর্ণনা দিতে পারবেন;
- ◆ কিভাবে নাগরিকত্বের বিলুপ্তি ঘটে তা বলতে পারবেন;
- ◆ ইসলামী রাষ্ট্রের একজন নাগরিকের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক তা আলোচনা করতে পারবেন;
- ◆ মুসলিম নাগরিকদের পরিচয় দিতে পারবেন;
- ◆ অমুসলিম নাগরিকদের বিধানাবলী উল্লেখ পারবেন।

নাগরিক

নাগরিক শব্দটি নগর শব্দ থেকে গৃহীত। নাগরিক অর্থ নগরের অধিবাসী। শব্দগতভাবে কোন রাষ্ট্রের সদস্যকে সে রাষ্ট্রের নাগরিক বলা হয়। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় নাগরিক বলতে রাষ্ট্রের এমন সব অধিবাসীকে বুঝায় যারা রাষ্ট্রের যাতীয় কাজে অংশ গ্রহণ করে।

Valtal নাগরিকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "নাগরিক সেই ব্যক্তিবর্গ যাঁরা কতকগুলো কর্তব্য ও দায়িত্বের বন্ধনে রাষ্ট্রের সাথে আবদ্ধ এবং রাষ্ট্রের আনুগত্বের মাধ্যমে এর সুবিধার ক্ষেত্রে সমভাবে অংশীদার।"

কারো কারো মতে নাগরিক হলেন তিনি, যিনি উপলব্ধি করেন যে, সমাজের উচ্চতর নৈতিক কল্যাণ কি উপায়ে সম্ভব হয় এবং সেই সঙ্গে তিনি নৈতিক মানের উপর দাঁড়িয়ে নিজেকে সার্থক ও বিকশিত করেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক

নাগরিকত্বের ভিত্তি ঃ ইসলাম যেহেতু চিন্তা ও কর্মের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা এবং এ ব্যবস্থার ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্রও কায়েম করে থাকে। তাই ইসলাম তার রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে দু' শ্রেণীতে ভাগ করে। মুসলিম ও অমুসলিম। উক্ত নাগরিকগণ হয়তো রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী হবেন অথবা তাঁরা রাষ্ট্রের সাথে আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে রাষ্ট্রীয় অধিকার ভোগ করবেন। রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করতে বাধ্য হবেন এবং কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকার রক্ষার জন্য সরকারের আনুগত্য স্বীকার করবেন।

নাগরিকত্বের বিলোপ

নিম্নোক্ত কারণে নাগরিকত্বের বিলুপ্তি ঘটে-

১. স্বেচ্ছায় নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করে অন্য কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার জন্য আবেদন করলে এবং সে রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পেলে স্বীয় রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়।

২. সৈন্যদল হতে অথবা যুদ্ধক্ষেত্র হতে যদি কেউ পলায়ন করে তা হলে সে রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব হারিয়ে ফেলে।

৩. রাষ্ট্রের কোন অংশ যদি অন্য কোন রাষ্ট্রের নিকট আইনসঙ্গতভাবে হস্তান্তর করা হয় বা জোরপূর্বক দখলকৃত হয়, তা হলে সে অংশের জনসাধারন নতুন রাষ্ট্রের নাগরিক হবে।

ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকের গুণাবলী

খোদাভীরু হওয়া ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিককে খোদাভীরু হতে হবে। যেহেতু ন্যয়নিষ্ঠ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট বেশী পছন্দনীয়। আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।" (সূরা আল-হুজুরাত : ১৩)

চরিত্রবান হওয়া ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিককে সৎচরিত্রবান হতে হবে। কারণ সৎচরিত্রই কোন জাতির উন্নতির বাহন নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ بعثت لأ تمم مكارم الأخلاق "আমাকে উন্নত চরিত্রের পরিপূর্ণতা দেয়ার জন্য প্রেরু করা হয়েছে।"

বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিককে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে। রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যতবেশী উন্নত বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করতে পারবে, সরকার ততই সফলতা অর্জন করবে।

রাষ্ট্রের আনুগত্য করা ঃ সরকারের আনুগত্য স্বীকার ও বিভিন্ন কর্ম এবং নীতিকে মান্য করার মনোভাব ব্যতীত কেউ সুনাগরিক হতে পারে না। তাছাড়া সমাজের বৃহত্তর স্বার্থকে ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে দেখার মানসিকতা, আত্মত্যাগ ও আত্মসংযম নাগরিক জীবনের মহৎ গুণ।

সুশিক্ষিত হওয়া ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিককে সুশিক্ষিত হতে হবে। শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। সুতরাং নাগরিক জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। মহানবী (স) বলেছেন, "আমি শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি।"

বিবেকবান ও কর্তব্যবোধ সম্পন্ন হওয়া ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককে বিবেক সম্পন্ন এবং কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। দায়িত্ববোধ যা তাকে সমাজ-সেবার প্রেরনায় উদ্বুদ্ধ করতে সহায়তা করবে।

নাগরিকের শ্রেণী বিভাগ ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিককে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(ক) মুসলিম নাগরিক

(খ) অমুসলিম নাগরিক

অমুসলিম নাগরিক তিন ভাগে বিভক্তঃ অনুগত অমুসলিম নাগরিক, ২. চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিক, ৩. যুদ্ধে বিজিত অমুসলিম নাগরিক।

মুসলিম নাগরিক

যে সব মুসলিম জন্মগতভাবে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করে অথবা অমুসলিম দেশ হতে হিজরত করে মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক হয়। তাদেরকে মুসলিম নাগরিক বলে। মুসলিম নাগরিকদের সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে।

إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِّن وَلَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ.

"যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আর যারা তাদের আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে, তারা একে অপরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। পক্ষান্তরে যারা (শুধু) ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি, হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের নেই।" (সূরা আল-আনফাল : ৭২)

এ আয়াতে নাগরিকত্বের দু'টি ভিত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম ঈমানদার হওয়া, দ্বিতীয় দারুল ইসলাম-ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করা। একজন মুসলমান তার ঈমান আছে ; কিন্তু অমুসলিম রাষ্ট্রে আনুগত্য ত্যাগ করে দারুল ইসলামে এসে যদি বসবাস করতে শুরু না করে, তবে সে দারুল ইসলামের নাগরিক বলে বিবেচিত হতে পারে না। পক্ষান্তরে দারুল ইসলামের সকল ঈমানদার জনগণ দারুল ইসলামের নাগরিক, তাদের জন্ম দারুল ইসলামে হোক কিংবা দারুল কুফর থেকে হিজরত করেই আসুক এবং তারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যকারী ও সহযোগী।

এ মুসলিম নাগরিকদের উপরই ইসলাম তার পরিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার দায়িত্বভার চাপিয়ে দেয়। কারণ তারাই নীতিগতভাবে এই ব্যবস্থাকে সত্য বলে মানে। তাদের উপর ইসলাম তার পরিপূর্ণ আইন জারী করে, তাদেরকেই তার সমগ্র ধর্মীয়, নৈতিক, তামাদ্দুনিক এবং রাজনৈতিক বিধানের আনুসারী হতে বাধ্য করে। তার যাবতীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের ভারও তাদের উপরই অর্পণ করে। দেশ ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্য সকল প্রকার আত্মত্যাগ সে কেবল তাদের নিকটই দাবি করে। এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা নির্বাচনের অধিকার তাদেরকেই প্রদান করে এবং তার পরিচালনার জন্য সংসদে অংশ গ্রহণ এবং তার দায়িত্বপূর্ণ

পদসমূহে নিয়োগ হওয়ার সুযোগ তারাই লাভ করে, যাতে এই আদর্শবাদী রাষ্ট্রের কর্মসূচী ঠিক তার মূলনীতিসমূহের সাথে সংগতি রেখে বাস্তবায়িত হতে পারে। নবী করীম (স)-এর জীবনকালে এবং খিলাফতে রাশেদার স্বর্ণযুগে উল্লিখিত মূলনীতিই সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। যেমন এ সময় শূরার সদস্য হিসেবে কোনো প্রদেশের গভর্নর হিসেবে কিংবা সরকারী কোনো বিভাগের মন্ত্রী, সেক্রেটারী, বিচারক বা সৈন্য বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে কোনো অমুসলিমকে নিয়োগ করা হয়নি। খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারেও তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়নি। অথচ মহানবী (স) -এর যুগেও ইসলামী রাষ্ট্রে তারা বর্তমান ছিলো। এসব রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাদের অংশগ্রহণের যদি কোনো অধিকারই থাকতো, তবে আল্লাহর নবী তাদের সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করতেন না এবং স্বয়ং নবী করীম (স) -এর নিকট সরাসরি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকগণ ক্রমাগতভাবে ত্রিশ বছর পর্যন্ত খলীফাগণ ও তাদেরকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করতেন না।

অনুগত অমুসলিম নাগরিক

ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত অমুসলিম নাগরিক বলতে সেসব নাগরিককে বুঝায় যারা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমারেখার মধ্যে বসবাস করে তার আনুগত্য ও আইন পালন করে চলার অংগীকার করে, চাই তারা দারুল ইসলামে জন্মগ্রহণ করে থাকুক অথবা বাইরের কোন অনৈসলামিক রাষ্ট্রে (দারুল কুফর) থেকে এসে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজা হওয়ার আবেদন করে থাকুক। এ দিক দিয়ে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না।

ইসলাম এ শ্রেণীর নাগরিকদের ধর্ম, সংস্কৃতি এবং জান-মাল ও সম্মানের পূর্ণ নিরাপত্তা দান করে। তাদের উপর রাষ্ট্র কেবল গণআইন জারী করতে পারে। এই গণআইনের দৃষ্টিতে তাদের ও মুসলমান নাগরিকদের সমান অধিকার ও মর্যাদা দেয়া হয়। দায়িত্ব পূর্ণ পদ ব্যতীত সকল প্রকার চাকুরীতেও তাদের নিয়োগ করা যাবে। নাগরিক স্বাধীনতা ও তারা মুসলমানদের সমান ভোগ করবে। অর্থনৈতিক ব্যাপারেও তাদের সাথে মুসলমানদের অপেক্ষা কোনরূপ স্বতন্ত্র আচরণ করা হবে না। রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দিয়ে তা সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের জন্যেও পূর্ণমাত্রায় ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষিত থাকে। এ পর্যায়ে ইসলামী আইনবিদরা যে নীতিমালা ঠিক করেছেন তা হলো ঃ

لهم ما لنا و عليهم ما علينا

"আমাদের জন্যে যেসব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা তাদের জন্যেও তাই এবং আমাদের উপর যেসব দায়িত্ব তাদের উপরও তাই রয়েছে।"

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন ঃ

إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموا لنا و دماؤهم كدمائنا

"অমুসলিম নাগরিকরা জিযিয়া কর আদায় করে এ উদ্দেশ্যে যে, তাদের ধন-সম্পদ ও জান-প্রাণ মুসলিম নাগরিকদের মতই সংরক্ষিত হবে।"

বস্তুত ইসলামী শরীআহ ভিত্তিক রাষ্ট্রে অমুসলিমরা যে বিরাট অধিকার ও সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা লাভ করে, পৃথিবীর অপর কোন নির্দিষ্ট আদর্শিক রাষ্ট্রে এর তুলনা নেই। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিক শুধু বেঁচেই থাকে না, বেঁচে থেকে সর্ববিধ অধিকারও লাভ করে। অমুসলিম নাগরিকদের জন্যে স্বয়ং আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই নিরাপত্তার যিম্মাদার। নবী করীম (স) ঘোষণা করেছেন ঃ

من آذى ذميا فأنا خصمه و من كنت خصمه خصمته يوم القيامة

"যে লোক ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিককে কোনোরূপ কষ্ট দেবে, আমি নিজেই তার বিপক্ষে দাঁড়াবো এবং আমি যার বিরুদ্ধে দাঁড়াবো কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে আমি মামলা দায়ের করবো।"

অমুসলিম নাগরিকদের সম্পর্কে নবী করীম (স) যেসব কথা বলেছেন, তার ভিত্তিতেই ইসলামী আইনজ্ঞগণ স্পষ্ট করে বলেছেন যে, অমুসলিম নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান ওয়াজিব এবং তাদের কোনোরূপ কষ্ট দেয়া সম্পূর্ণ হারাম। জনৈক ফিকহবিদ বলেছেন ঃ অমুসলিম নাগরিককে যদি কেউ কষ্ট দেয়, তাদেরকে কটু কথা বলে, তাদের পেছনে তাদের সম্মানের উপর বিন্দুমাত্র আক্রমণ করে কিংবা তাদের সাথে শত্রুতার ইন্ধন যোগায় তাহলে সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের তথা দ্বীন ইসলামের বিধানকে লংঘন করলো।

আল্লামা ইবনে হাজম বলেন ঃ এ ব্যাপারে ইসলামী আইনবিদদের ইজমা (ঐকমত্য) এই যে, ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করার জন্যে যদি কোনো বিদেশী শত্রু এগিয়ে আসে, তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য হবে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং অমুসলিম নাগরিককে রক্ষা করা।

উক্ত দুই প্রকারের নাগরিকরাই সংখ্যালঘু অমুসলিমদের জন্য নির্ধারিত অধিকারগুলোতে সমভাবে অংশীদার।

চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিক

যারা যুদ্ধ ছাড়া অথবা যুদ্ধ চলাকালে ইসলামী রাষ্ট্রে আনুগত্য করতে সম্মত হয় এবং ইসলামী সরকারের সাথে সুনির্দিষ্ট শর্তাবলী ভিত্তিতে সন্ধিবদ্ধ হয়, তাদের জন্য ইসলামের বিধান এই যে, তাদের সাথে সকল আচরণ তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুযায়ী করা হবে। বর্তমান কালের সভ্য জাতিগুলো এরূপ রাজনৈতিক ধোঁকাবাজিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যে, শত্রু পক্ষকে নতি স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কিছু উদার শর্ত নির্ধারু করে। তারপর যেই তারা পুরোপুরি আয়ত্তে এসে যায় তখনই শুরু হয়ে যায় ভিন্ন ধরনের আচরণ। কিন্তু ইসলাম এটাকে হারাম ও মহাপাপ হিসেবে গণ্য করে। কোনো জাতির সাথে যখন কিছু শর্ত স্থির করা হয়ে যায় (চাই তা মনোপুত হোক বা না হোক) তখন তাতে চুল পরিমাণও ব্যতিক্রম করা যাবে না। চাই উভয় পক্ষের অবস্থান, শক্তি ও ক্ষমতায় যতোই পরিবর্তন আসুক না কেন।

রাসূল (স) বলেন ঃ "যদি তোমরা কোনো জাতির সাথে সন্ধির ভিত্তিতে বিজয়ী হও এবং সেই জাতি নিজেদের ও সন্তানদের প্রাণ রক্ষার্থে তোমাদেরকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর প্রদানের বিনিময় তোমাদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তাহলে পরবর্তী সময়ে ঐ নির্ধারিত করের চেয়ে বিন্দু পরিমাণও বেশী নিও না। কেননা সেটা তোমাদের জন্য বৈধ হবে না।"

রাসূল (স) বলেছেন ঃ "সাবধান! যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ নাগরিকের উপর যুলুম করবে কিংবা তার প্রাপ্য অধিকার থেকে তাকে কম দেবে, তার সামর্থ্যের চেয়ে বেশী বোঝা তার ওপর চাপাবে, অথবা তার কাছ থেকে কোনো কিছু তার সম্মতি ছাড়া আদায় করবে, এমন ব্যক্তির পক্ষে কিয়ামতের দিন আমি নিজেই ফরিয়াদী হবো।"

উভয় হাদীসের ভাষা ব্যাপক অর্থবোধক। এ হাদীস দু'টি থেকে কতিপয় সাধারণ বিধান গ্রহণ করা যায়-

- নির্ধারিত কর আদায়ের সময় কোনো রকম কমবেশী করা মোটেও বৈধ হবে না।
- তাদের জমি-জমার উপর কর এর পরিমাণ বাড়ানো যাবে না।
- তাদের জমি দখল করা যাবে না, তাদের ঘরবাড়ী দালান-কোঠাও কেড়ে নেয়া যাবে না।
- তাদের উপর কড়া ফৌজদারী দন্ডবিধিও চালু করা যাবে না,
- তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতায়ও হস্তক্ষেপ করা যাবে না। তাদের ইজ্জত-সম্মানেরও ক্ষতি করা যাবে না এবং তাদের সাথে এমন কোনো আচরণ করা যাবে না, যা যুলুম ও অধিকার হরণের আওতায় পড়ে। সামর্থ্যের মাত্রারিক্ত বোঝা চাপানো অথবা সম্মতি ব্যতিরেকে সম্পতি হস্তগত করা অবৈধ।

উপরে বর্ণিত নির্দেশাবলীর কারণেই ফিক্‌হবিদগণ সন্ধি বলে বিজিত জাতিগুলো সম্পর্কে কোনো আইন প্রণয়ন করেন নি। বরং শুধু একটি সাধারণ সংক্ষিপ্ত বিধান প্রণয়ন করেই ক্ষান্ত থেকেছেন। আর সেটি এই যে, তাদের সঙ্গে আমাদের আচরণ সম্পূর্ণভাবে সন্ধির শর্ত অনুসারে পরিচালিত হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ লিখেছেনঃ "তাদের সন্ধিপত্রে যা নেয়া স্থির হয়েছে, তাদের কাছ থেকে শুধু তাই নেয়া হবে। তাদের সাথে সম্পাদিত সন্ধির শর্ত পূরণ করা হবে। কোনো কিছু বাড়ানো যাবে না।"

যুদ্ধে বিজিত অমুসলিম নাগরিক

দ্বিতীয় প্রকারের অমুসলিম নাগরিক হচ্ছে যারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুসলমানদের সাথে লড়াই করেছে এবং ইসলামী বাহিনী যখন তাদের সকল প্রতিরোধ ভেংগে তাদের আবাসিক এলাকায় প্রবেশ করেছে, কেবল তখনই অস্ত্র সংবরু করেছে। এ ধরনের বিজিত লোকদের কাছ থেকে জিযিয়া কর তখনই গ্রহণ করা হয়। যখন তাদেরকেই ইসলামী রাষ্ট্রের রক্ষিত নাগরিকে পরিণত করা হয়। এই শ্রেণীর অমুসলিম নাগরিকদের সাংবিধানিক মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে। বিধানগুলো হল-

১. মুসলমানদের সরকার তাদের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা মাত্রই তাদের সাথে সংরক্ষণ চুক্তি সম্পাদিত হয়ে যাবে এবং তাদের জান ও মালের হিফাযত করা মুসলমানদের জন্য ফরয হয়ে পড়বে। কেননা জিযিয়া গ্রহণ করা মাত্রই প্রমাণিত হল যে, তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে।

এরপর ইসলামী সরকার বা সাধারণ মুসলমানদের এ অধিকার থাকে না যে তাদের সম্পত্তি দখল করবে বা তাদেরকে দাসদাসী বানাবে। হযরত উমর (রা) হযরত আবু উবায়দাকে দ্বর্থহীন ভাষায় লিখেছিলেন ঃ

"যখন তুমি তাদের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ করবে, তখন তোমার আর তাদের উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবে না।" (কিতাবুল খারাজ পৃষ্ঠা ঃ ৮২)

২. রক্ষিত নাগরিকে পরিণত হওয়ার পর তাদের জমির মালিক তারাই হবে। সেই জমির মালিকানা উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরিত হবে এবং তারা নিজেদের সম্পত্তি বেচা-কেনা, দান করা ও বন্ধক রাখা ইত্যাদির নিরংকুশ অধিকারী হবে। ইসলামী সরকার তাদেরকে বেদখল করতে পারবে না।

৩. জিযিয়ার পরিমাণ তাদের আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। যারা ধনী, তাদের কাছ থেকে বেশী, যারা মধ্যবিত্ত তাদের কাছ থেকে কিছু কম এবং যারা দরিদ্র তাদের কাছ থেকে অনেক কম নেয়া হবে। আর যার কোনো উপার্জনের ব্যবস্থা নেই, অথবা যে অন্যের দান দক্ষিণার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে, তার জিযিয়া মওকুফ করে দেয়া হবে। জিযিয়ার জন্য যদিও কোনো বিশেষ পরিমাণ নির্ধারিত নেই তবুও তা অবশ্যই এভাবে নির্ধারিত হওয়া চাই যাতে তা আদায় করা তাদের পক্ষে সহজ হয়। হযরত উমর (রা) ধনীদের উপর মাসিক এক দিরহাম, মধ্যবিত্তদের ওপর মাসিক অর্ধ দিরহাম এবং গরীব লোকদের ওপর মাসিক ১/৪ দিরহাম জিযিয়া আরোপ করেছিলেন।

৪. জিযিয়া শুধু যুদ্ধ করতে সক্ষম লোকদের ওপর আরোপ করা হবে। যারা যুদ্ধ করতে সমর্থ নয় যথা শিশু, নারী, পাগল, অন্ধ, পংগু, উপাসনালয়ের সেবক, সন্যাসী, ভিক্ষুক বৃদ্ধ, বছরের উল্লেখযোগ্য সময় রোগে কেটে যায় এমন রোগী এবং দাস-দাসী ইত্যাদিকে জিযিয়া দিতে হবে না।

৫. যুদ্ধের মাধ্যমে দখলীকৃত জনপদের উপাসনালয় দখল করার অধিকার মুসলমানদের রয়েছে। তবে সৌজন্য বশত এই অধিকার ভোগ করা থেকে বিরত থাকা এবং উপাসনালয়গুলোকে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় বহাল রাখা উত্তম। হযরত উমর (রা)-এর আমলে যত দেশ বিজিত হয়েছে সে সব দেশের কোথাও কোনো উপাসনালয় ভাঙ্গা হয় নি বা তাতে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করা হয় নি। ইমাম আবু ইউসুফ (র) লিখেছেন ঃ

"সেগুলোকে যেমন ছিলো তেমনভাবেই রেখে দেয়া হয়েছে। ভাঙ্গা হয়নি বা তাতে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করা হয়নি।" তবে প্রাচীন উপাসনালয়গুলোকে ধ্বংস করা কোনো অবস্থায়ই বৈধ নয়।

উপরের দু' শ্রেণীর নাগরিক ও তাদের পৃথক পৃথক মর্যাদা সম্পর্কে কারো আপত্তি থাকলে সে যেন পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্র সংখ্যালঘু নাগরিকদের প্রতি যে আচরণ করে সে দিকে দৃষ্টিপাত করে।

বাস্তবিকই একথা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা যায় যে, কোন রাষ্ট্রের মধ্যে তার আদর্শের ব্যতিক্রম আদর্শের বিশ্বাসী সংখ্যালঘু নাগরিক যা কখনও অনেক জটিলতার সৃষ্টি করে থাকে একমাত্র ইসলামই ইনসাফ, সহিষ্ণুতা, উদারতা ও বদান্যতার সাথে সে জটিলতার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছে।

অন্যরা এ জটিলতার সমাধান প্রায়ই দু'টি পন্থায় করেছে- হয় তারা সংখ্যালঘুকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার চেষ্টা করেছে অথবা শূদ্র বা অস্পৃশ্য শ্রেণী বানিয়ে রেখেছে। ইসলাম উপরোক্ত পন্থার পরিবর্তে তার নীতিমালা মান্যকারী ও অমান্যকারীদের মধ্যে ন্যায়ানুগ একটি সীমা নির্ধারণ করে দেয়ার পন্থা গ্রহণ করেছে। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে তার নীতিমালা পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে বাধ্য করে এবং উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্বভার তাদের উপর অর্পণ করে। আর যারা তার নীতিমালার অনুসারী নয় তাদেরকে সে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা বহাল রাখার জন্য অত্যাবশ্যকীয় বিধান মানতে বাধ্য করে। ইসলাম তাদেরকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার সাথে সাথে তাদের যাবতীয় সাংস্কৃতিক ও মানবীয় অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. মুসলিম নাগরিকদের ক্ষেত্রে দু'টি শর্ত লক্ষনীয় তা কী ?

ক. মুসলিম হওয়া ও আনুগত্য করা; খ. মুসলিম রাষ্ট্রের অধিবাসী হওয়া ও আনুগত্য করা;
গ. খোদাভীরু ও অনুগত হওয়া; ঘ. রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী হওয়া ও অনুগত হওয়া।

২. নাগরিকত্ব বিলুপ্ত হয়-

ক. রাষ্ট্রের অবাধ্য হলে; খ. স্বেচছায় নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করে অন্য কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হলে;
গ. পলায়ন করে অন্য রাষ্ট্রে চলে গেলে; ঘ. রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলার বিপরীত কোন কিছু করলে।

৩. আমাদের জন্য যেসব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা থাকবে তাদের জন্যও তাই থাকবে এই উক্তিটি কার?

ক. হযরত আলী (রা) -এর খ. মুসলিম আইনবিদদের;
গ. নবী করীম (স) -এর; ঘ. হযরত উমর (রা) -এর।

৪. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের নিরাপত্তা বিধান-

ক. ফরয; খ. ওয়াজিব;
গ. মুবাহ; ঘ. অত্যাবশ্যক নয়।

একথায় উত্তর দিন

১. ''নাগরিক হল সেই সব ব্যক্তিবর্গ যারা কতগুলো কর্তব্য ও দায়িত্বের বন্ধনে রাষ্ট্রের সঙ্গে আবদ্ধ এবং রাষ্ট্রের আনুগত্যের মাধ্যমে-এর সুবিধার ক্ষেত্রে সমভাবে অংশীদার''- এ সংগাটি কার?
২. ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকত্বের ভিত্তি কী ?
৩. কোন সৈনিক যুদ্ধ থেকে পলায়ন করলে তার নাগরিকত্ব কি বহাল থাকে?
৪. ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকগণ কয়ভাগে বিভক্ত?
৫. ইসলাম তার পরিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার দায়িত্ব কার উপর চাপিয়ে দেয়?
৬. ''অমুসলিম নাগরিকরা জিযিয়া আদায় করে এ উদ্দেশ্যে যে, তাদের জান-মাল মুসলিম নাগরিকদের মতই সংরক্ষিত''- এ উক্তিটি কার?
৭. অমুসলিম নাগরিক কয়ভাগে বিভক্ত?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. সাধারণ নাগরিকের পরিচয় দিন।
২. ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক কারা ? সংক্ষিপ্তাকারে লিখুন।
৩. ইসলামী রাষ্ট্রে একজন নাগরিকের কী কী গুণ থাকা আবশ্যক? উল্লেখ করুন।
৪. মুসলিম নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
৫. অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
৬. কী কী কারণে নাগরিকত্বের বিলুপ্তি ঘটে? আলোচনা করুন।
৭. অমুসলিম নাগরিক কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের পরিচয় দিন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিক সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।
২. অমুসলিম নাগরিকদের প্রতি ইসলামী রাষ্ট্র কী ধরনের আচরণ করবে ? বিস্তারিত লিখুন।

পাঠ ঃ ২ মুসলিম নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ◆ মুসলিম নাগরিকের বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- ◆ মুসলিম নাগরিকের বিভিন্ন কর্তব্য সম্পর্কে বলতে পারবেন।

ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যকে আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা করব। যেমন-

বেঁচে থাকার অধিকার ঃ ইসলামী রাষ্ট্রে সকল নাগরিকের বাঁচার অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষিত। কোন ব্যক্তি, সংঘ, সংগঠন, বহিঃশক্তি অথবা স্বয়ং রাষ্ট্র কোন নাগরিককে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে উদ্যত হলে ইসলামী রাষ্ট্র তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেয়।
ইসলামী রাষ্ট্র তার নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তা যে কোন মূল্যে নিশ্চত করে। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে ঘোষণা করেছেন ঃ

وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلحَقِّ

"আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করোনা।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৩)

মহানবী (স) তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে ঘোষণা করেছেন-

إن دماء كم وأموالكم وأعرا ضكم حرام عليكم

"তোমাদের প্রত্যেকের জান-মাল ও ইজ্জত-আবরূ তোমাদের পরস্পরের কাছে পুত:পবিত্র।" (বুখারী)

মুসলিম মনীষীদের মত হচেছ, রাষ্ট্রীয় উদাসীনতার কারণে কারো মৃত্যু হলে তা হত্যা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

বস্ত্রের অধিকার ঃ বস্ত্র দ্বারা মানুষ তার আব্রু রক্ষা করে। ইসলামী রাষ্ট্র তার নাগরিকদের এ মৌলিক চাহিদা পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। বস্ত্র, পশু ও মানুষের মধ্যে ভেদ রেখা টেনে দেয়। এ উপকরণটি ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এর ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

বাসস্থানের অধিকার ঃ বাসস্থান মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। ইসলামী রাষ্ট্রে সকল নাগরিকের নিরাপদে আপন আপন বাসস্থানে বসবাস করার অধিকার সংরক্ষিত। নাগরিকগণ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হওয়ার শর্তে দেশের যে কোন স্থানে বসবাস করার অধিকার রাখে। রাষ্ট্র এর ব্যবস্থা করবে।

চিকিৎসার অধিকার ঃ ইসলামী রাষ্ট্রে কোন নাগরিক অসুস্থ, রোগাক্রান্ত বা দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে আহত হয়ে পড়লে চিকিৎসা ও সেবা লাভের মৌলিক অধিকার রাখে। রাষ্ট্র তার চিকিৎসার সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে বাধ্য। এজন্য জনকল্যাণের জন্য প্রচুর পরিমাণ সরকারী হাসপাতাল ও চিকিৎসালয় স্থাপন করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

শিক্ষার অধিকার ঃ ইসলাম শিক্ষাকে প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরয করে দিয়েছে। শিক্ষা ছাড়া যেমন পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হওয়া যায় না অনুরূপভাবে কোন উন্নতিও সাধন করা যায় না। ইসলামের দর্শনকে বুঝতে হলে শিক্ষার প্রয়োজন। মুসলমানদেরকে প্রার্থিতা ছাড়াই নেতা নির্বাচন করতে হয়। শিক্ষা ব্যতীত একজন নাগরিকের পক্ষে এ গুরুদায়িত্ব পালন করা অসম্ভব। এজন্য ইসলামী রাষ্ট্র তার সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষা সুলভ করবে যাতে ব্যাপক শিক্ষিত নাগরিক ইসলামী রাষ্ট্রের আদর্শকে অনুধাবন করতে পারে। আর-এর ফলে দেশ ও জাতির ভিত মজবুত হবে এবং জ্ঞান গরিমায় মুসলিম উম্মাহ আল্লাহর ঘোষণা মত শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হবে।

সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার অধিকার ঃ ব্যক্তির, জীবন ও সম্পদ রক্ষা করাই রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য নয়। সেই সঙ্গে মান-মর্যাদা রক্ষা করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। মুসলিম মানেই সম্মানিত, কেননা পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছেঃ "মান-ইজ্জত সবই আল্লাহ, রাসূল এবং সকল মুমিনদের জন্য।" অতএব কেউ অপমানিত হোক ইসলামী রাষ্ট্র তা কিছুতেই বরদাশত করতে পারে না।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُواْ بِٱلأَلْقَابِ بِئْسَ ٱلاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ .

"হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকে যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের দোষারোপ করেনা এবং তোমরা একে অপরকে মন্দনামে ডেক না, ঈমানের পর মন্দ নাম অতি মন্দ। যারা তাওবা করেনা তারাই যালিম।" (সূরা আল হুজুরাত : ১১)

সম্পদ সঞ্চয় ও ভোগ করার অধিকার ঃ মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক তার বৈধ উপায়ে উপার্জিত সম্পদ ভোগ ও সংরক্ষণ করার অধিকার রাখে। সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ে আল্লাহর বিধান মেনে যে কোন পরিমাণ সম্পদ সঞ্চয় করা যায়। নাগরিকের এ বৈধ সম্পদ ভোগ ও সঞ্চয়ে কোন ব্যক্তি, সংঘ, সংগঠন অথবা অন্য কোন শক্তি বাধা সৃষ্টি করলে অথবা হরণের চেষ্টা করলে তা রক্ষা করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

وَلاَ تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ

"তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থসম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।" (সূরা আল-বাকারা : ১৮৮)

ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার ঃ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করে তবে রাষ্ট্র বা অন্য কোন নাগরিকের কাজে বিঘ্ন ঘটায় এমন স্বাধীনতা ইসলাম বৈধ মনে করে না।। ব্যক্তি স্বাধীনতা একটি ব্যাপক বিষয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে বুঝায়, নাগরিকদের স্বাধীন, অবাধ চলাফেরা, শত্রুর শত্রুতা থেকে আত্মরক্ষা, সম্পদ সংরক্ষণ, অকারণে অত্যাচারিত, না হওয়ার অধিকার ভোগ করা। ইসলামী রাষ্ট্রেও উপরোক্ত অর্থে ব্যক্তি স্বাধীনতা পূরো মাত্রায় স্বীকৃত। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা হানি হয় কিনা সেদিকে বিশেষভাবে ইসলামী রাষ্ট্রকে লক্ষ্য রাখতে হয়। কোনভাবে একজনের অপরাধ অন্যের উপর চাপানো যাবে না। বিচারের যথাযথ প্রক্রিয়া লঙ্ঘন করে কাউকে যেন শাস্তি দেয়া না হয় সেদিকে রাষ্ট্রকে প্রখর দৃষ্টি রাখতে হয়। কেননা কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে ঃ "একজনের বোঝা অপরজন কখনো বহন করবে না।" (সূরা আল-ফাতের: ১৮)

আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার ঃ ইসলামের সাম্যনীতির অন্যতম ক্ষেত্র হচ্ছে আইন। ইসলামী রাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এক নজীরবিহীন সাম্য নীতি অনুসৃত হয়। কোন নাগরিক যদি মনে করে যে, কোন ব্যক্তি, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ বা আমলা এমনকি স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধান তার ন্যায্য অধিকার খর্ব করছে, অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে বা তার উপর যুলুম করছে, তবে সে-এর প্রতিকারের জন্য আদালতের আশ্রয় নিতে পারে। আদালত নিরপেক্ষভাবে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তার প্রতিকার করতে বাধ্য। অভিযোগ যার বিরুদ্ধেই হোক না কেন আইন সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ ঃ

وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

"যখন তোমরা কথা বলবে, তখন ন্যায্য বলবে স্বজনের সম্পর্কে হলেও।" (সূরা আল-আনআম : ১৫২)

ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকের আইনের আশ্রয় ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তি সম্পর্কিত বহু ঘটনা মহানবী (সা.), খোলাফায়ে রাশেদীন এবং পরবর্তী যুগের অনেক মুসলমান শাসকের জীবনে দেখা যায়। ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তার উপরই শ্রেণী বৈষম্যহীন ইসলামী সমাজ দাঁড়িয়ে আছে।

বাক স্বাধীনতার অধিকার ঃ এ অধিকার পৃথিবীর কোথাও নিঃশর্ত ও নিরঙ্কুশ নয়। কারো কথা যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম অথবা অন্য ব্যক্তির ন্যায্য অধিকারকে ক্ষুণ্ন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে তার বাক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। ইসলামী রাষ্ট্রে সত্য ও ন্যায্য কথা বলা নাগরিকের শুধু অধিকার নয়, কর্তব্যও বটে। মহানবী (সঃ) এ মর্মে বাণী প্রদান করেছেন ঃ

الساكت عن الحق شيطان أخرس

"যে সত্য ও ন্যায্য কথা বলে না সে বোবা শয়তান।"

সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যক্তি তার ন্যায্য কথা, ন্যায় সঙ্গত সমালোচনা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করে।

সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার ঃ কোন সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকগণ সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার রাখে। রাষ্ট্র এ ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাখে না। পবিত্র কুরআনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাগিদ দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ

"তোমরা একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারু কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরা আলে-ইমরান : ১০৩)

ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকগণ পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে সত্য ন্যায় ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করবে এটা মহান আল্লাহরই ইচ্ছা। কাজেই আল্লাহর এ ইচ্ছাকে ইসলামী রাষ্ট্র বাস্তবে পরিণত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।

চলা-ফেরার অধিকার ঃ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও অধিকার ক্ষুণ্ন না করে ইসলামী রাষ্ট্রের যে কোন মুসলিম নাগরিক দেশের মধ্যে অবাধে বিচরণ করতে পারবে। এ চলাচলের অধিকার একটি অন্যতম সামাজিক অধিকার, যার মাধ্যমে ব্যক্তির সাথে সমাজের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। শুধু তাই নয় শরীআত এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেছে। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে ঃ

أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

"তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল তা কি দেখেনি?" (সূরা ইউসুফ : ১০৯)

তাছাড়া ব্যবসায়িক কাজে বিদেশ ভ্রমণের কথাও পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকের চলাফেরার অধিকার স্বীকৃত। তার এ অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্বও রাষ্ট্রের উপর কর্তব্য।

মত প্রকাশের অধিকার ঃ অন্যতম একটি নাগরিক অধিকার হচ্ছে, মত প্রকাশের অধিকার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার। হযরত আলী (রা) বিষয়টি সম্পর্কে ইসলামী আইনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। তাঁর খিলাফত আমলে খারিজী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়েছিল। বর্তমানকালের নৈরাজ্যবাদী দলসমূহের সাথে তাদের অনেকটা সামঞ্জস্য ছিল। আলী (রা)-এর খিলাফতকালে তারা প্রকাশ্যে রাষ্ট্রের অস্তিত্বই অস্বীকার করত এবং অস্ত্রবলে এর অস্তিত্ব বিলোপের জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। আলী (রা) এ অবস্থায় তাদেরকে নিম্নোক্ত পয়গাম পাঠান ঃ

"তোমরা যেখানে ইচ্ছা বসবাস করতে পার। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এ চুক্তি রইল যে, তোমরা রক্তপাত করবে না, ডাকাতি করবে না এবং কারও উপর যুলুম করবে না।" (নায়লুল আওতার, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১৩০)

অপর এক জায়গায় তিনি তাদের বলেন-

"তোমরা যতক্ষণ বিপর্যয় ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তোমাদের আক্রমণ করব না।" (নায়লুল আওতার, ৭ম খন্ড. পৃঃ ১৩৩)

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোন দলের মতবাদ যাই হোক না কেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের মত যেভাবেই প্রকাশ করুক না কেন, ইসলামী রাষ্ট্র তাতে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। কিন্তু তারা যদি নিজেদের মত শক্তি প্রয়োগ করে বাস্তবায়ন করতে চায় এবং রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা চূর্ণ বিচূর্ণ করার চেষ্টা করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ভোট দেয়ার অধিকার ঃ যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক প্রকৃতির, সেহেতু দেশের শাসক নির্বাচনে জনগণ ভোটদানের অধিকার ভোগ করে থাকে। মহানবী (স) -এর ইনতিকালের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচনের সময় মুসলিম নাগরিকগণ তাদের সমর্থন ব্যক্ত করার মাধ্যমে ভোটদানের অধিকার প্রয়োগ করেছিল। খিলাফতের ভিত্তি রচিত হয়েছিল নাগরিকদের ভোটাধিকার বা সমর্থন তথা অসমর্থনের ইচ্ছা ব্যক্ত করার মাধ্যমে। অতএব ইসলামী রাষ্ট্রে সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ভোটদানের অধিকার রাখে।

নেতৃত্ব দানের অধিকার ঃ ভোটের মাধ্যমে বা অন্য যে কোন উপায়ে জনমতের সমর্থনে নেতৃত্ব দেয়ার অধিকার নাগরিকদের রয়েছে। এখানে নেতৃত্ব প্রার্থনা করার রেওয়াজ না থাকলেও যে কোন নাগরিক তার সদগুণাবলী ও যোগ্যতার ভিত্তিতে জনগণের সমর্থন লাভ করে তাদের নেতৃত্বদানের অধিকার রাখে। এ জন্য মহানবী (স) একজন ক্রীতদাসের নেতৃত্বও মেনে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বর্ণ, গোত্র, আভিজাত্য ইত্যাদিকে প্রাধান্য দেয়া হয় না বলে ইসলামী রাষ্ট্রে নেতৃত্ব দেয়ার অধিকার সর্বজনীন।

রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার ঃ দেশ ও জনগণের হিতার্থে নাগরিকগণ রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারে। ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়, ন্যায্য সমালোচনা এবং সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নাগরিকগণ সংঘবদ্ধ হয়ে দলগঠন করতে পারে। তবে যে কোন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ইসলাম অনুমোদিত বিধি-বিধানের ভিত্তিতে রচিত হতে হবে। মানুষের মনগড়া রাজনৈতিক মতবাদ ইসলামী রাষ্ট্রে অচল। মনে রাখতে হবে, ইসলামী রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা; যেখানে আল্লাহর দ্বীন ও রাসূলের সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। কারণ মানুষের সার্বিক কল্যাণ আল্লাহর বিধান ও মহানবী (স) -এর পদ্ধতির মধ্যে নিহিত।

গোপনীয়তা সংরক্ষণের অধিকারঃ প্রত্যেক নাগরিক ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা সংরক্ষণের অধিকার রাখে। যেমন এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُواْ

"তোমরা নিজেদের ঘর ব্যতীত অপর কারো ঘরে গৃহবাসীদের অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করো না।" (সূরা আন-নুর : ২৭) অন্য আয়াতে এসেছে- ولا تجسسوا "তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না।" (সূরা আল-হুজুরাত : ১২)

যুলুমের বিরুদ্ধাচরণ করার অধিকারঃ যুলুমের বিরুদ্ধে আওয়ায তোলার অধিকার। যেমন এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী-

لاَّ يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوۤءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ

"মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ পছন্দ করেন না, তবে যার উপর যুলুম করা হয়েছে।" (সূরা আন-নিসা : ১৪৮)
অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের অন্যায় থেকে নিবৃত্ত করার অধিকার, সমালোচনার স্বাধীনতার অধিকারও এর পর্যায়ভুক্ত। হাদীসে এসেছে-

من رآي منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسا نه وإن لم يستطع فقلبه وذلك أضعف الإيمان .

"তোমাদের কেউ অন্যায় কাজ করতে দেখলে হাত দ্বারা ফিরাবে, সম্ভব না হলে মুখ দ্বারা ফিরাবে, তা সম্ভব না হলে মনে মনে পরিকল্পনা করবে আর এটি ঈমানের দুর্বলতম অংশ।"

কুরআনে এসেছে-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দেবে, অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখবে।" (সূরা আলে-ইমরান : ১১০)

কোন বিষয় বিশ্বাসের স্বাধীনতার অধিকারঃ কোন মতামত গ্রহণ করতে কাউকে বাধ্য করা যাবে না। তাকে স্বাধীনতা দিতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

لاَ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ

"দ্বীনের ব্যাপারে কোন যবরদস্তি নেই।" (সূরা আল-বাকারা : ২৫৬)

অন্য আয়াতে বলেন ঃ

أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ

"তবে কি তুমি মুমিন হবার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবে?" (সূরা ইউনুস : ৯৯)

অভাবমুক্ত হওয়ার অধিকারঃ অভাবী এবং বঞ্চিত ব্যক্তিদেরকে তাদের জীবন ধারণের অপরিহার্য দ্রব্যসামগ্রী অর্জনের অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্র বা ধনী ব্যক্তিরা তার এ অধিকার পূরণ করবে যেমন আল্লাহর বাণী

وَفِىٓ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ

"এবং তাদের সম্পদে সাহায্য প্রার্থী ও বঞ্চিতের অধিকার রয়েছে।" (সূরা আয-যারিয়াত : ১৯)

রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের কর্তব্য

রাষ্ট্রের নাগরিক শুধু অধিকারই ভোগ করে না। তাকে বেশ কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। রাষ্ট্র নাগরিকদের নিয়েই গঠিত হয়। অতএব নাগরিকদের অধিকারের সাথে কর্তব্যও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নিম্নে নাগরিকের দায়িত্বগুলো সংক্ষেপে আলোচিত হলো।

আনুগত্য স্বীকার করা ঃ নাগরিক হওয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা। যে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত নয় সে নাগরিক হতে পারে না। নাগরিকগণ তাদের ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নেতা নির্বাচন করেন। নেতা জনসমর্থনের ভিত্তিতে ক্ষমতায় সমাসীন হন। তিনি ইসলামের বিধি-বিধান মত শাসন পরিচালনা করলে নাগরিকগণ তার প্রতি অনুগত থেকে রাষ্ট্র সমাজ পরিচালনায় তাকে সহযোগিতা করবে।
পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلأَمْرِ مِنْكُمْ

"তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতার অধিকারী।" (সূরা আন-নিসা : ৫৯)

আইন মান্য করা ঃ নাগরিকের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রের আইন মেনে চলা। ইসলামী রাষ্ট্রের আইন হচ্ছে ইসলামী নির্দেশ। এ নির্দেশ অমান্য করা প্রকারান্তরে ইসলামকে অমান্য করার শামিল। আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারের পূর্বশর্ত আইন মেনে চলা। মহানবী (স) এ মর্মে বাণী প্রদান করেছেন ঃ

"সুখে-দুঃখে ও আনন্দে-নিরানন্দে রাষ্ট্রপ্রধানের হুকুম আহকাম শ্রবণ করা ও মেনে চলা অবশ্য কর্তব্য।" যতক্ষণ পর্যন্ত দেশের আইন শরীআ পরিপন্থী না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত নাগরিক আইন মেনে চলতে বাধ্য। ইসলাম বিরোধী আইন প্রণীত হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত। কেননা ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে ঃ

لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق

"আল্লাহর নাফরমানীর আওতায় পড়ে এমন কোন কাজে অন্যের আনুগত্য স্বীকার করা যাবেনা।"

রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত না হওয়া ঃ ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত না হওয়া। প্রতিটি নাগরিক যে রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে তার সুখ ও সমৃদ্ধির স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রয়াসী হয় এবং যে নাগরিক রাষ্ট্রে বসবাস করে রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত হয় সে সুনাগরিক নয় বরং রাষ্ট্রদ্রোহী। রাষ্ট্রদ্রোহিতা জঘন্য অপরাধ। কেননা এ কাজ সমাজ-জীবনকে অস্থিতিশীল ও জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। পবিত্র কুরআনে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মত জঘন্য কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

وَلاَ تُفْسِدُواْ فِى ٱلأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا

"পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।" (সূরা আল-আরাফ : ৫৬)
রাষ্ট্রদ্রোহিতা ইসলামের দৃষ্টিতে মহাপাপ। এ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلاَ تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

"এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেওনা। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ভালবাসেন না।"(সূরা আল-কাসাস:৭৭)

সৎকাজে সহযোগিতা ও অসৎকাজে বাধাদান করা ঃ মুসলমান হিসেবে সৎ ও কল্যাণকর কাজে সহযোগিতা করা এবং অসৎ ও অকল্যাণকর কাজে বাধা দেয়া প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব। নাগরিকের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্র তথা সরকার কর্তৃক গৃহীত শুভ উদ্যোগে সহায়তা করা। অসৎ অশুভ কাজে বাধাদান করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রে সকল নাগরিকের বাঁচার অধিকার সংরক্ষিত-

ক. সরকার কর্তৃক; খ. রাষ্ট্র কর্তৃক;
গ. জনগণ কর্তৃক; ঘ. কোনটি সঠিক নয়।

২. ইসলাম শিক্ষাকে প্রত্যেক নর-নারীর উপর

ক. বৈধ করেছে; খ. বাধ্য করেনি;
গ. ফরয করেছে; ঘ. আবশ্যক করেনি।

৩. ইসলামী রাষ্ট্রে সত্য ও ন্যায্য কথা বলা নাগরিকের-

ক. অধিকার ও কর্তব্য খ. শুধু অধিকার;
গ. শুধু কর্তব্য; ঘ. উপরের কোনটিই সঠিক নয়।

৪. "তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারু কর"-এটি কার বাণী?

ক. রাসূল (স) -এর বাণী; খ. আল্লাহর বাণী;
গ. হযরত উমর (রা) -এর বাণী; ঘ. উপরের কোনটিই সঠিক নয়।

৫. মানুষের মনগড়া রাজনৈতিক মতবাদ ইসলামী রাষ্ট্রে-

ক. চলবে; খ. মোটেও চলবে না;
গ. কিছুটা চলবে; ঘ. অনুমোদিত।

এককথায় উত্তর দিন

১. শিক্ষা অর্জন করা কা'দের উপর ফরয?
২. ইসলামী রাষ্ট্রে সরকরী হাসপাতাল ও চিকিৎসালয় স্থাপন করা কার দায়িত্ব?
৩. ولاتجسسوا শব্দের অর্থ কী?
৪. ''ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ কর'' এটি কার বাণী?
৫. ''শান্তি স্তাপিত হওয়ার পর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি কারো না'' এটি কার নিষেধাজ্ঞা?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রে বাক স্বাধীনতার অধিকার বলতে কি বুঝায়? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
২. ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিদের গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি অধিকার সম্পর্কে বর্ণনা করুন।
৩. অন্যায় কাজে বাধা প্রদানের অধিকার সম্পর্কে লিখুন।
৪. ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকের পাঁচটি কর্তব্য সম্পর্কে লিখুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকের অধিকারসমূহ বিস্তারিত লিখুন।
২. ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকের কর্তব্যসমূহ বর্ণনা করুন।

পাঠ ঃ ৩ অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন করে আপনি—

- ◆ অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ◆ যে সব অধিকার শুধু অমুসলিমদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা লিখতে পারবেন;
- ◆ অমুসলিম নাগরিকের জান-মালের নিরাপত্তার উপর বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবেন;
- ◆ উপসনালয় স্থাপনে অমুসলিমদের অধিকার কতটুকু এ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকের মধ্যে মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। ইসলামী রাষ্ট্রে একজন মুসলিম নাগরিক যে সকল অধিকার ভোগ করে তার প্রায় সবকটি অধিকার একজন অমুসলিম নাগরিকও ভোগ করতে পারবে। নিম্নে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হল।

জীবনের নিরাপত্তার অধিকার

মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের জীবনের মূল্য আইনের চোখে সমান। কোনো মুসলি যদি অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে, তাহলে একজন মুসলিম নাগরিককে হত্যা করলে যেমন তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয় ঠিক অনুরূপভাবে এ ক্ষেত্রেও হত্যাকারীকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে। রাসূল (স) -এর আমলে জনৈক মুসলিম একজন অমুসলিমকে হত্যা করলে তিনি খুনীকে মৃত্যুদন্ড দেন। তিনি বলেন ঃ

"যে নাগরিকের জীবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়া হয়েছে, তার রক্তের বদলা নেয়ার দায়িত্বও আমার।"

হযরত উমর (রাঃ)-এর আমলে বকর ইবনে ওয়ায়েল গোত্রের এক ব্যক্তি জনৈক হিরাবাসী অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে। তিনি খুনীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের হাতে সমর্পণের আদেশ দেন।

হযরত উসমান (রা)-এর আমলে হযরত উমরের ছেলে উবায়দুল্লাহকে হত্যার পক্ষে রায় দেয়া হয়। কেননা তিনি হযরত উমর (রা)-এর হত্যার সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে হরমুযান ও আবু লুলুর মেয়েকে হত্যা করেন।

হযরত আলী (রা)-এর আমলে জনৈক মুসলিম জনৈক অমুসলিমের হত্যার দায়ে গ্রেফতার হয়। যথারীতি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর তিনি তাকে মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেন। এই সময় নিহত ব্যক্তির ভাই এসে বললো, আমি মাফ করে দিয়েছি।" কিন্তু তিনি তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে বললেন ঃ ওরা বোধ হয় তোমাকে ভয় দেখিয়েছে। সে বললো ! না, আমি রক্তপণ পেয়েছি এবং আমি বুঝতে পেরেছি যে, ওকে হত্যা করলে আমার ভাই ফিরে আসবে না। তখন তিনি খুনীকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেনঃ

আমাদের অধীনস্থ অমুসলিম নাগরিকদের রক্ত আমাদের রক্তের মতোই এবং তাদের রক্তপণ আমাদের রক্তপণের মতোই।

অপর এক বর্ণনা মুতাবিক হযরত আলী (রা) বলেছিলেন ঃ

"তারা আমাদের নাগরিক হতে রাযী হয়েছে এই শর্তে যে, তাদের সম্পত্তি আমাদের সম্পত্তির মতো এবং তাদের রক্ত আমাদের রক্তের মতো মর্যাদাসম্পন্ন হবে।"

এ কারণেই ফিকহবিদগণ এই বিধান প্রণয়ন করেছেন যে, কোনো অমুসলিম নাগরিক কোনো মুসলিম-এর হাতে ভুলক্রমে নিহত হলে তাকেও অবিকল সেই রক্তপণ দিতে হবে, যা কোনো মুসলিম নাগরিকের নিহত হবার ক্ষেত্রে দিতে হয়।

ফৌজদারী দন্ডবিধির ক্ষেত্রে অধিকার

ফৌজদারী দন্ডবিধি মুসলিম অমুসলিম সকলের জন্য সমান। অপরাধের যে সাজা মুসলিম নাগরিককে দেয়া হয়, অমুসলিম নাগরিককেও তাই দেয়া হবে। অমুসলিম নাগরিকের কোন সম্পদ যদি মুসলিম চুরি করে কিংবা মুসলিম নাগরিকের কোন সম্পদ যদি অমুসলিম চুরি করে, তাহলে উভয় ক্ষেত্রেই চোরের হাত কেটে ফেলা

হবে। কারো ওপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলে অপবাদ আরোপকারী মুসলিম হোক অথবা অমুসিলম হোক উভয়কে একই শাস্তি দেয়া হবে। অনুরূপভাবে ব্যভিচারের শাস্তিও মুসলিম ও অমুসলিমের জন্য একই রকম। তবে মদের বেলায় অমুসলিমদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। কারণ মদ তাদের জন্য হালাল।

দেওয়ানী আইন প্রয়োগের সমান অধিকার সংরক্ষণ করার অধিকার

দেওয়ানী আইনের ক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসিলম নাগরিক সমান। ''তাদের সম্পত্তি আমাদের সম্পত্তির মতো'' হযরত আলী (রাঃ)-এর এ উক্তির তাৎপর্য এই যে, মুসলিমদের সম্পত্তি যেভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় অমুসলিমদের সম্পত্তিও অনুরূপভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে এবং আমাদের ও তাদের দেওয়ানী অধিকার সমান ও অভিন্ন হবে। মুসলিমদের ওপর যে সব দায় দায়িত্ব অর্পিত হয় অমুসলিমের ওপরও তাই অর্পিত হবে।

ব্যবসায়ের যেসব পন্থা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তা তাদের জন্যও নিষিদ্ধ্ তবে অমুসলিমরা শুধু শুকরের বেচাকেনা, খাওয়া এবং মদ প্রস্তুত করা পান ও কেনাবেচা করতে পারবে। আর তা মুসলিমদের জন্য বৈধ নয়। কোনো মুসলিম কোনো অমুসলিমের মদ বা শুকরের ক্ষতি সাধন করলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। দূররে মুখতার গ্রন্থে আছে ঃ "কোন মুসলিম যদি অমুসলিমদের মদ ও শুকরের ক্ষতি করে তবে সে তার মূল্য দিতে বাধ্য থাকবে।"

সম্মান পাওয়ার ক্ষেত্রে অধিকার ঃ একজন অমুসলিমের জন্য কোনভাবে কোন মুসলিমকে অপমান ও লাঞ্ছিত করা যেমনি অবৈধ ঠিক অনুরূপভাবে একজন মুসলিমের জন্য একজন অমুসলিমকে অপমান করা অবৈধ।

মুখ বা হাত-পা দিয়ে কষ্ট দেয়া, গালি দেয়া, মারপিট করা বা কুৎসা রটনা করা যেমনিভাবে একজন অমুসলিদের জন্য অবৈধ, অনুরূপভাবে এসব কাজ অমুসলিমের বেলায়ও অবৈধ। দূররে মুখতার গ্রন্থে আছে ঃ
"তাকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব এবং তার গীবত করা মুসলিমদের গীবত করার মতোই হারাম।"

চিরস্থায়ী নিরাপত্তা বিধান

অমুসলিমদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চুক্তি মুসলিমদের জন্য চিরস্থায়ীভাবে বাধ্যতামূলক। অমুসলিমগণ ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক থাকার চুক্তি করার পর মুসলিমরা তা কখনও ভাংতে পারে না। অপরদিকে অমুসলিমদের এখতিয়ার আছে যে, তারা যতদিন খুশী তা বহাল রাখতে পারে এবং যখন ইচ্ছা ভেংগে দিতে পারে। 'বাদায়ে' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

"অমুসলিমদের নিরাপত্তা দানের চুক্তি মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক। মুসলিমরা কোনো অবস্থাতেই তা ভাংতে পারে না। পক্ষান্তরে অমুসলিমদের পক্ষে তা বাধ্যতামূলক নয়। তারা যদি আমাদের নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে চায় তবে তা করতে পারে।"

অমুসলিম নাগরিক যতো বড় অপরাধই করুক, তাদের নাগরিকত্ব বাতিল হয় না। এমনকি জিযিয়া কর বন্ধ করে দিলে, কোনো মুসলিমকে ব্যক্তিগত কারণে হত্যা করলে রাষ্ট্র প্রধানের সঙ্গে খারাপ আচরণ করলে অথবা কোনো মুসলিম নারীকে ধর্ষণ করলেও তার নাগরিকত্ব বাতিল হয় না এবং সে নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে না। এসব কাজের জন্য তাকে অপরাধী হিসেবে শাস্তি দেয়া যাবে। কিন্তু বিদ্রোহী আখ্যায়িত করে নাগরিকত্বহীন করা যাবে না। তবে শুধু দুই অবস্থায় একজন অমুসলিম নাগরিকত্বহীন হয়ে যায়। একঃ যদি সে ইসলামী রাষ্ট্র ছেড়ে দিয়ে শত্রুদের সাথে মিলিত হয়। দুইঃ যদি সে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে খোলাখুলি বিদ্রোহে লিপ্ত হয় এবং অরাজকতার সৃষ্টি করে।

পারিবারিক বিধানের ক্ষেত্রে অধিকার

অমুসলিমদের ঘরোয়া কর্মকান্ড তাদের নিজস্ব পারিবারিক আইন অনুসারে নির্ধারু করা হবে। তাদের উপর ইসলামী আইন কার্যকর করা যাবে না। আমাদের ঘরোয়া জীবনে যেসব কাজ অবৈধ, তা যদি তাদের ধর্মীয় ও জাতীয় আইনে বৈধ হয় তাহলে ইসলামী আদালত তাদের আইন অনুসারেই ফায়সালা দেবে। উদাহরণ স্বরূপ, সাক্ষী ছাড়া বিয়ে, মুহর ছাড়া বিয়ে, ইদ্দতের মধ্যে পুনরায় বিয়ে অথবা ইসলামে যাদের সাথে বিয়ে ইত্যাদি নিষিদ্ধ তাদের সাথে বিয়ে যদি তাদের আইনে বৈধ থেকে থাকে, তাহলে তাদের জন্য এসব কাজ বৈধ বলে মেনে নেয়া হবে। খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তাদের পরবর্তী সকল যুগে ইসলামী সরকারগুলো এই নীতিই

অনুসরণ করেছে। হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয এ ব্যাপারে হযরত হাসান বসরীর কাছে নিম্নরূপ প্রশ্ন করেছিলেন ঃ

"খোলাফায়ে রাশেদীন অমুসলিম নাগরিকদেরকে নিষিদ্ধ মেয়েদের সাথে বিয়ে করা, মদ পান ও শুকরের মাংস খাওয়ার ব্যাপারে স্বাধীনতা দিলেন কিভাবে ?"

জবাবে হযরত হাসান লিখলেন ঃ "তারা জিযিয়া দিতে এজন্যই সম্মত হয়েছে যে, তাদেরকে তাদের আকীদা বিশ্বাস অনুসারে জীবন যাপন করার স্বাধীনতা দেয়া হবে। আপনার কর্তব্য পূর্ববর্তীদের পদ্ধতি অনুসরণ করা, নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা নয়।"

তবে কোনো ক্ষেত্রে যদি বিবদমান উভয় পক্ষ স্বয়ং ইসলামী আদালতে আবেদন জানায় যে, ইসলামী শরীয়াত মুতাবিক তাদের বিবাদের ফায়সালা করা হোক, তবে আদালত তাদের ওপর শরীয়াতের বিধান কার্যকর করবে। তাছাড়া পারিবারিক আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বিবাদে যদি একপক্ষ মুসলিম হয়, তাহলে ইসলামী শরীয়াত মুতাবিক ফায়সালা হবে। উদাহরণ স্বরূপ-একজন খ্রিস্টান মহিলা কোনো মুসলিমের স্ত্রী থাকা অবস্থায় তার স্বামী মারা গেলো, এমতাবস্থায় এই মহিলাকে শরীয়াত মুতাবিক স্বামীর মৃত্যুজনিত ইদ্দত পুরোপুরি পালন করতে হবে। ইদ্দতের ভেতরে সে বিয়ে করলে সে বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে অধিকার

অমুসলিমদের ধর্মীয় ও জাতীয় অনুষ্ঠানাদি প্রকাশ্যভাবে ঢাকঢোল পিটিয়ে উদযাপন করা সম্পর্কে ইসলামের বিধান এই যে, অমুসলিমরা তাদের নিজস্ব জনপদে এটা অবাধে করতে পারবে। তবে একান্ত ইসলামী জনপদগুলোতে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ইচ্ছা করলে তাদেরকে এ ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতাও দিতে পারবে। আবার কোনো ধরনের কড়াকড়ি আরোপ করতে চাইলে তাও করতে পারবে। ''বাদায়ে'' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ
"যেসব জনপদ বিধিবদ্ধ ইসলামী জনপদ নয়, সেখানে অমুসলিমদেরকে মদ ও শুকর বিক্রি, ক্রুশ বহন করা ও শংখ ধ্বনি বাজানোতে বাধা দেয়া যাবে না। চাই সেখানে মুসলিম অধিবাসীদের সংখ্যা যতোই বেশী হোক না কেন। তবে বিধিবদ্ধ ইসলামী অঞ্চলে অর্থাৎ যেসব জনপদকে জুময়া, ঈদ ও ফৌজদারী দন্ডবিধি প্রচলনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, এমন অঞ্চলে এ সব কাজ পছন্দনীয় নয়। তবে যে সমস্ত পাপ কাজকে তারাও নিষিদ্ধ মনে করে সেসব কাজ প্রকাশ্যে করতে তাদেরকে সর্বাবস্থায়ই বাঁধা দেয়া হবে। চাই সেটা মুসলিমদের জনপদে হোক কিংবা তাদের জনপদে হোক।"

উপাসনালয়গুলোর অভ্যন্তরে তারা সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে। ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার তাতে হস্তক্ষেপ করবে না।

উপাসনালয় স্থাপনের অধিকার

একান্ত মুসলিম জনপদগুলোতে অমুসলিমদের যেসব প্রাচীন উপাসনালয় থাকবে, তাতে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। উপাসনালয় যদি ভেংগে যায়, তবে তা একই জায়গায় পূর্ননির্মাণের অধিকারও তাদের আছে।

তবে যেগুলো একক মুসলিম জনপদ নয়, তাতে অমুসলিমদের নতুন উপাসনালয় নির্মাণের অবাধ অনুমতি রয়েছে। অনুরূপভাবে যেসব এলাকা এখন আর বিধিবদ্ধ ইসলামী জনপদ নেই, সরকার সেখানে জুমআ, ঈদ ও ফৌজদারী দন্ডবিধির প্রচলন বন্ধ করে দিয়েছে, সেখানেও অমুসলিমদের নতুন উপাসনালয় নির্মাণ নিজস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের অধিকার রয়েছে।

জিযিয়া কর আদায়ে সুবিধা দানের ক্ষেত্রে অধিকার

জিযিয়া কর আদায়ে অমুসলিম নাগরিকদের ওপর কঠোরতা প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ। তাদের সাথে নম্র ও কোমল ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। তাদের ক্ষমতার বাইরে কোন বোঝা তাদের উপর চাপাতে নিষেধ করা হয়েছে। হযরত উমরের নির্দেশ ছিলো, "যে পরিমাণ সম্পদ রাষ্ট্রকে প্রদান করা তাদের সামর্থ্যের বাইরে তা দিতে তাদেরকে বাধ্য করা চলবে না।"

জিযিয়ার বদলায় তাদের ধনস্পদ নীলামে দেয়া যাবে না। হযরত আলী (রা) তাঁর জনৈক কর্মচারীকে এ মর্মে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেনঃ

"কর খাজনা বাবদ তাদের গরু, গাধা, কাপড়-চোপড় বিক্রী করো না।"

অপর এক ঘটনায় হযরত আলী (রা) স্বীয় কর্মচারীকে পাঠানোর সময় বলে দেন ঃ "তাদের শীত-গ্রীষ্মের কাপড়, খাবারের উপকরু ও কৃষি কাজের পশু খাজনা আদায়ের জন্য বিক্রি করবে না, তাদেরকে প্রহার করবে না, দাঁড় করে রেখে শাস্তি দেবে না এবং খাজনার বদলায় কোনো জিনিস নিলামে দিবে না। কেননা আমরা তাদের শাসক হয়েছি, এই জন্য কোমল ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে কর আদায় করাই আমাদের দায়িত্ব। তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে আল্লাহ আমার পরিবর্তে তোমাকে পাকড়াও করবেন। আর আমি যদি জানতে পারি যে, তুমি আমার আদেশের বিপরীত কাজ করছো, তাহলে আমি তোমাকে পদচ্যুত করবো।

জিযিয়া আদায়ে যে কোন ধরনের কঠোরতা আরোপ করা নিষিদ্ধ । হযরত উমর (রা) তাঁর গভর্নর হযরত আবু উবায়দাকে যে ফরমান পাঠিয়েছিলেন তাতে অন্যান্য নির্দেশের সাথে এ নির্দেশও ছিলো ঃ

"মুসলিমদেরকে অমুসলিমদের উপর যুলুম করা, কষ্ট দেয়া এবং অন্যায়ভাবে তাদের সম্পত্তি ভোগ দখল করা থেকে বিরত রেখো।"

সিরিয়া সফরকালে হযরত উমর (রা) দেখলেন, সরকারী কর্মচারীরা জিযিয়া আদায় করার জন্য অমুসলিম নাগরিকদের শাস্তি দিচ্ছে। তিনি তাদের বললেন, ওদের কষ্ট দিও না। তোমরা যদি ওদের কষ্ট দাও তবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাদের কঠোর শাস্তি দেবেন।"

হিশাম ইবনে হাকাম দেখলেন, জনৈক সরকারী কর্মচারী জিযিয়া আদায় করার জন্য জনৈক কিবতীকে রোদে দাঁড় করিয়ে রাখছেন। তিনি তাকে তিরস্কার করলেন এবং বললেন যে, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ

"যারা দুনিয়ায় মানুষকে শাস্তি দেয়, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন।"

মুসলিম ফিকাহবিদগণ জিযিয়া প্রদানে অস্বীকারকারীদের বড় জোর বিনাশ্রম কারাদন্ড দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, "তবে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা হবে এবং প্রাপ্য জিযিয়া না দেয়া পর্যন্ত আটক করে রাখা হবে।"

যেসব অমুসিলম নাগরিক দারিদ্র্যের শিকার ও পরমুখাপেক্ষী হয়ে যায়, তাদের জিযিয়া তো মাফ করা হবেই, উপরন্তু ইসলামী কোষাগার থেকে তাদের জন্য নিয়মিত সাহায্যও বরাদ্দ করতে হবে। হযরত খালিদ (রা) হীরা বাসীদের যে লিখিত নিরাপত্তা সনদ দিয়েছিলেন তাতে এ কথাও লেখা ছিলো যে-

"আমি হীরাবাসী অমুসলিমদের জন্য এ অধিকারও সংরক্ষণ করলাম যে, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বার্ধক্যের দরুণ কর্মক্ষমতা হারিয়ে বসেছে, যার ওপর কোনো দুর্যোগ নেমে এসেছে, অথবা যে পূর্বে ধনী ছিলো, পরে দরিদ্র হয়ে গেছে, ফলে তার স্বধর্মের লোকেরাই তাকে দান দক্ষিণা দিতে শুরু করেছে, তার জিযিয়া মাফ করে দেয়া হবে এবং তাকে ও তার পরিবার-পরিজন ও সন্তানদেরকে বায়তুলমাল থেকে ভরু পোষণ দেয়া হবে।"

একবার হযরত উমর (রা) জনৈক বৃদ্ধ লোককে ভিক্ষা করতে দেখে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বললো, "কী আর করবো বাপু, জিযিয়া দেয়ার জন্য ভিক্ষে করছি।" এ কথা শুনে তিনি তৎক্ষণাত তার জিযিয়া মাফ ও তার ভরু পোষণের জন্য মাসিক বৃত্তি নির্ধারু করে দিলেন। তিনি কোষাগারের কর্মকর্তাকে লিখলেন, "আল্লাহর কসম, এটা কখনো ইনসাফ নয় যে, আমরা যৌবনে তার দ্বারা উপকৃত হবো, আর বার্ধক্যে তাকে অপমান করবো।"

দামেস্ক সফরের সময়ও হযরত উমর (রা) অক্ষম অমুসলিম নাগরিকদের জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারু করার আদেশ জারী করেছিলেন।

ইমাম আবু ইউসুফ বলেন

"কোন অমুসলিম নাগরিক তার কাছে প্রাপ্য জিযিয়া পুরো অথবা আংশিক দেয়ার আগেই মারা গেলে তা তার উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে বা তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে আদায় করা হবে না।"

কর প্রদান করে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার

মুসলিম ব্যবসায়ীদের মতো অমুসলিম ব্যবসায়ীদেরও বাণিজ্য পণ্যের ওপর কর আরোপ করা হবে যদি তাদের মূলধন ২০০ দিরহাম পর্যন্ত পৌছে অথবা তারা ২০ মিসকাল স্বর্ণের মালিক হয়ে যায়। এ কথা সত্য যে, ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ অমুসিলম ব্যবসায়ীদের ওপর বাণিজ্যের শতকরা ৫ ভাগ এবং মুসলিম ব্যবসায়ীদের উপর আড়াই

ভাগ কর আরোপ করেছিলেন। তবে এ কাজটা কুরআন বা হাদীসের কোনো সুস্পষ্ট বাণীর আলোকে করা হয়নি। এটা তাদের ইজতিহাদ বা গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত ছিল। এটা সমকালীন পরিস্থিতির চাহিদা অনুসারে করা হয়েছিল। সে সময় মুসলমানদের অধিকাংশই দেশরক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন এবং সমস্ত ব্যবসায়-বাণিজ্য অমুসলিমদের হাতে চলে গিয়েছিল। এজন্য মুসলিম ব্যবসায়ীদের উৎসাহ বৃদ্ধি এবং তাদেরকে ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তাদের ওপর কর কমিয়ে দেয়া হয়েছিল।

সামরিক চাকুরী হতে অব্যাহতি পাওয়ার অধিকার

অমুসলিমগণ সামরিক দায়িত্বমুক্ত। শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা এককভাবে শুধু মুসলিমদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কারণ একটা আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কেবল তারাই উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, যারা ঐ আদর্শকে সঠিক বলে মানে। তাছাড়া লড়াই চলাকালে নিজেদের আদর্শ ও মূলনীতি মেনে চলাও তাদের পক্ষেই সম্ভব। অন্যরা দেশ রক্ষার জন্য লড়াই করলে ভাড়াটে সৈন্যের মতো লড়বে এবং ইসলামের নির্ধারিত নৈতিক সীমা রক্ষা করে চলতে পারবে না। এজন্য ইসলাম অমুসলিমদের সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে এবং কেবল দেশ রক্ষার কাজে ব্যয় নির্বাহে মুসলিমদের অংশগ্রহণকে কর্তব্য বলে গণ্য করেছে। এটাই জিযিয়ার আসল তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য। এটা শুধু যে আনুগত্যের প্রতীক তা নয় বরং সামরিক কর্মকান্ড থেকে অব্যাহতি লাভ ও দেশ রক্ষার বিনিময়ও বটে। এজন্য জিযিয়া শুধু যুদ্ধ করতে সক্ষম পুরুষদের ওপরই আরোপ করা হয়। আর কখনো যদি মুসলিমগণ অমুসলিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অক্ষম হয়, তাহলে জিযিয়ার টাকা ফেরত দিতে হবে। ইয়ারমুকের যুদ্ধে যখন রোমানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশাল সমাবেশ ঘটালো এবং মুসলমানরা সিরিয়ার সকল বিজিত এলাকা পরিত্যাগ করে একটি কেন্দ্রে নিজেদের শক্তি কেন্দ্রীভূত করতে বাধ্য হলো, তখন হযরত আবু উবাইদা নিজের অধীনস্থ সেনাপতিদের নির্দেশ দিলেন, তোমরা যেসব জিযিয়া ও খাজনা অমুসলিমদের কাছ থেকে আদায় করেছিলে তা তাদের ফিরিয়ে দাও এবং বল, "এখন আমরা তোমাদের রক্ষা করতে অক্ষম, তাই যে অর্থ তোমাদের রক্ষা করার বিনিময়ে আদায় করেছিলাম তা ফেরত দিচ্ছি"।

এই নির্দেশ মুতাবিক সকল সেনাপতি আদায় করা অর্থ ফেরত দিলেন। এ সময় অমুসলিম নাগরিকদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করে ঐতিহাসিক বালাযুরী লিখেছেন, মুসলমান সেনাপতিগণ যখন সিরিয়ার হিমস নগরীতে জিযিয়ার অর্থ ফেরত দেন, তখন সেখানকার অধিবাসীবৃন্দ সমস্বরে বলে ওঠে, "ইত:পূর্বে যে যুলুম অত্যাচারে আমরা নিষ্পেষিত হচ্ছিলাম, তার তুলনায় তোমাদের শাসন ও ন্যায়বিচারকে আমরা বেশী পছন্দ করি। এখন আমরা যুদ্ধ করে পরাজিত হওয়া ছাড়া কোন মতেই হিরাক্লিয়াসের কর্মচারীদেরকে আমাদের শহরে ঢুকতে দেব না।"

সাম্য ও সমতায় অধিকার ঃ মৌলিক ও সামাজিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে পার্থক্য নেই। ইসলামী আইনবিদগণ বলেছেন ঃ

لهم ما لنا و عليهم ما علينا

"আমাদের জন্য যেসব অধিকার তাদের জন্যও তাই এবং আমাদের উপর যেসব দায়িত্ব তাদের উপরও তাই।"

হযরত আলী (রা) বলেছেন ঃ

إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموا لنا و دمائهم كدمائنا

"অমুসলিম নাগরিকরা জিযিয়া প্রদান করে এ জন্য যে, তাদের সম্পদ ও জীবন মুসলিম নাগরিকদের সম্পদ ও জীবনের মত নিরাপদ হবে।"

অমুসলিম নাগরিকদের বিষয়ে মহানবী (স) যে ওসিয়ত করেছেন তার ভিত্তিতে ইসলামী আইনবিদগণ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, অমুসলিম নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান ওয়াজিব এবং তাদেরকে কোনরূপ কষ্ট দেয়া সম্পূর্ণ হারাম। তিনি আরও বলেছেন, অমুসলিম নাগরিকদের যদি কেউ কষ্ট দেয়, একটি কটু কথাও বলে, তাদের অসাক্ষাতে তাদের ইজ্জতের উপর একবিন্দু আক্রমণও করে অথবা তাদের সাথে শত্রুতার ইন্ধন যোগায়, তাহলে সে আল্লাহ ও রাসূল (স) -এর দ্বীন ইসলামের দায়িত্বকে লংঘন করল।

আল্লামা ইবনে হাজম-এর মতে যদি কোন বহিঃশক্তি মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিমদের হত্যা করতে এগিয়ে আসে তবে তার বিরুদ্ধে লড়াই করে অমুসলিম নাগরিককে রক্ষা করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য।

নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার ঃ ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকগণ তাদের নিজ নিজ ধর্মপালনের স্বাধীনতা ভোগ করবে। ইসলামের প্রখ্যাত শাসকবৃন্দ রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে অমুসলিম নাগরিকদের ধর্মশালা সংস্কার ও মেরামত করে গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা ঃ لا إكراه فى الدين "দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই" -এর মাধ্যমে অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করেছে।

আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার ঃ মুসলিম নাগরিকের মত একজন অমুসলিম ও রাষ্ট্রীয় আইনের আশ্রয় প্রার্থনা করার অধিকার রাখে। ইসলাম ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমীর, ফকীর, শিক্ষিত, মূর্খ, মুসলিম, অমুসলিমদের মধ্যে কোন ভেদ রেখা টানেনি। স্বজনপ্রীতি অথবা গোত্র, বর্ণ, ধর্ম বিশেষের পক্ষপাতিত্ব করা সম্পূর্ণ হারাম করেছে। কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে-

وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ

"আর যদি বিচার নিষ্পত্তি কর তবে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করবে।" (সূরা আল-মায়েদা : ৪২)

যুদ্ধে অংশগ্রহন না করার অধিকারঃ অমুসলিমদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেয়া যাবে না। দেশ রক্ষার মত কঠিন দায়িত্ব থেকে তারা মুক্ত। কারণ এসব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যই তারা জিযিয়া প্রদান করে থাকে। অতএব জিযিয়া গ্রহণ করে তাদেরকে জিহাদে অংশ নেয়ার নির্দেশ দেয়া চুক্তি ভঙ্গের শামিল। ইসলামী রাষ্ট্রে যুদ্ধ ও দেশ রক্ষার দায়িত্ব মুসলিম নাগরিকগণ পালন করবেন।

আরও কতিপয় অমুসলিমদের বাড়তি অধিকার

উপরে অমুসলিমদের যে সব অধিকারের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো তাদের জন্য শরীঅতে নির্ধারিত।
বর্তমান যুগে একটি ইসলামী রাষ্ট্র তার অমুসলিম নাগরিকদেরকে ইসলামী মূলনীতির আলোকে কী কী অতিরিক্ত অধিকার দিতে পারে। নিম্নে তা আলোচিত হল।

রাষ্ট্র প্রধান বা আইন সভার সদস্য হওয়ার অধিকার

সর্ব প্রথম রাষ্ট্র প্রধানের প্রশ্নে আসা যাক। যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্র একটা আদর্শবাদী রাষ্ট্র। ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব হল ইসলামের মূলনীতি অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করা। সুতরাং যারা ইসলামের মূলনীতিকেই মানে না, সে আর যাই হোক রাষ্ট্র প্রধানের পদে কোনক্রমেই অভিষিক্ত হতে পারে না। আর মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্ট তথা আইন সভাকে যদি শতকরা একশো ভাগ খাঁটি ও নির্ভেজাল ইসলামী আদর্শ মুতাবিক গঠন করতে হয়, তাহলে এখানেও অমুসলিম প্রতিনিধিত্বের সুযোগ নেই। তবে বর্তমান যুগের পরিস্থিতির আলোকে এর অবকাশ এই শর্তে সৃষ্টি করা যেতে পারে যে, দেশের সংবিধানে এই মর্মে সুস্পষ্ট নিশ্চয়তা থাকবে যে-

ক. আইন সভা কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করতে পারবে না।
খ. দেশের আইনের সর্বপ্রধান উৎস হবে কুরআন ও সুন্নাহ।
গ. আইনের চূড়ান্ত অনুমোদনের কাজটি যে ব্যক্তি করবেন তিনি একজন মুসলিম হবেন।

তবে এরূপ একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে যে, অমুসলিমদেরকে দেশের আইন সভার অন্তর্ভুক্ত করার পরিবর্তে তাদের জন্য একটা আলাদা প্রতিনিধি পরিষদ বা আইন সভা গঠন করে দেয়া যায়। এই পরিষদ দ্বারা তারা নিজেদের সামষ্টিক প্রয়োজনও মেটাতে পারবে এবং দেশের প্রশাসন সংক্রান্ত ব্যাপারেও নিজেদের দৃষ্টিভংগি তুলে ধরতে পারবে। এই পরিষদের সদস্যপদ এবং ভোটাধিকার শুধু অমুসলিমদের জন্যই সংরক্ষিত থাকবে এবং এখানে তাদের মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। এই পরিষদের মাধ্যমে তারা নিম্ন লিখিত কাজগুলো সমাধা করতে পারবে-

১. তারা নিজেদের পারিবারিক ও ধর্মীয় বিষয়ে আইন প্রণয়ন ও পূর্ব থেকে প্রচলিত সকল আইনের খসড়া রাষ্ট্র প্রধানের অনুমোদনক্রমে আইনে পরিণত করতে পারে।

২. তারা সরকারের প্রশাসনিক কর্মকান্ড ও মজলিসে শূরার সিদ্ধান্তসমূহ সম্পর্কে নিজেদের অভিযোগ, পরামর্শ ও প্রস্তাব অবাধে পেশ করতে পারবে এবং সরকার ন্যায়ের ভিত্তিতে তার পর্যালোচনা করবে।

৩. তারা আপন সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও দেশের অন্যান্য ব্যাপারে প্রশ্ন করতে পারবে। সরকারের একজন প্রতিনিধি তাদের প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্যও উপস্থিত থাকবেন।

পৌরসভা ও স্থানীয় সরকারের স্তরগুলোতে (Local bodies) অমুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব ও ভোটদানের পূর্ণ অধিকার দেয়া যেতে পারে।

লেখার স্বাধীনতা

ইসলামী রাষ্ট্রে একজন মুসলিম যেমন বাক স্বাধীনতা, সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা এবং মতামত ও বিবেকের স্বাধীনতা ভোগ করে, অমুসলিমরাও অনুরূপ স্বাধীনতা ভোগ করবে। এ ব্যাপারে যেসব আইনগত বিধিনিষেধ মুসলমানদের ওপর থাকবে, তা তাদের ওপরও থাকবে।

আইন সংগতভাবে তারা সরকার, সরকারী আমলা এবং স্বয়ং সরকার প্রধানেরও সমালোচনা করতে পারবে। ধর্মীয় আলোচনা ও গবেষণার যে স্বাধীনতা মুসলমানদের রয়েছে, তা আইন সংগতভাবে তাদেরও থাকবে। একজন অমুসলিম যে কোন ধর্ম গ্রহণ করলে তাতে সরকারের কোন আপত্তি থাকবে না। তবে কোন মুসলিম ইসলামী রাষ্ট্রের সীমারেখায় থাকা অবস্থায় আপন ধর্ম পরিবর্তন করতে পারবে না।

অমুসলিমদেরকে তাদের বিবেকের বিরুদ্ধে কোন চিন্তা ও কর্ম অবলম্বনে বাধ্য করা যাবে না। দেশের প্রচলিত আইনের বিরোধী নয় এমন যে কোন কাজ তারা আপন বিবেকের দাবী অনুসারে করতে পারবে।

শিক্ষার অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্র গোটা দেশের জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করবে, তাদেরকে সেই শিক্ষা ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু ইসলামের ধর্মীয় পুস্তকাদি পড়তে তাদেরকে বাধ্য করা যাবে না। দেশের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠনে অথবা নিজেদের বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপন ধর্ম শিক্ষার আলাদা ব্যবস্থা করার পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের থাকবে।

চাকুরী পাওয়ার অধিকার

কতিপয় সংরক্ষিত পদ ছাড়া সকল চাকুরীতে তাদের প্রবেশাধিকার থাকবে এবং এ ব্যাপারে তাদের সাথে কোন বৈষম্য করা চলবে না। মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের যোগ্যতার একই মাপকাঠি হবে।

অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অধিকার

শিল্প, কারিগরি, বাণিজ্য, কৃষি ও অন্য সব পেশার দ্বার অমুসলিমদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এসব ক্ষেত্রে মুসলমানরা যে সুযোগ ভোগ করে থাকে, তা অমুসলিমরাও ভোগ করতে পারবে এবং মুসলিমদের উপর আরোপ করা হয় না এমন কোন বিধিনিষেধ, অমুসলিমদের উপরও আরোপ করা যাবে না। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে তৎপরতা চালানোর সমান অধিকার থাকবে।

অমুসলিম নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

নাগরিকের প্রদত্ত এসব অধিকারের বিপরীতে ইসলামী রাষ্ট্রে সরকারের ব্যাপারে অমুসলিমদের যে দায়িত্ব-কর্তব্যগুলো রয়েছে তা নিম্নরূপ-

সরকারের আনুগত্য করা

ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে সরকারের আনুগত্য করা। যে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত নয় সে নাগরিক হতে পারে না। এ সম্পর্কে পরিস্কার ভাষায় নবী করীম (স) বলেছেন ঃ "শ্রবণ করা, অনুসরণ করা ও মেনে চলা সকল অবস্থায় অপরিহার্য।" অর্থাৎ কোন আইন পছন্দ হোক বা অপছন্দনীয় হোক, সহজসাধ্য হোক বা কষ্টসাধ্য হোক তা মান্য করা এবং পালন করা অপরিহার্য।

আইন-শৃংখলায় ফাটল ধরাবে না

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রে শাসন-শৃংখলা বিরোধী এমন কোন কাজ করবে না যাতে রাষ্ট্রের শাসন-শৃংখলায় ফাটল ধরে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনেও এসেছে।

وَلاَ تُفْسِدُواْ فِى ٱلأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا

"পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।" (সূরা আল-আরাফ : ৫৬)

ভাল কাজে সহযোগিতা করা ঃ ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রের কল্যাণকর কাজে সহযোগিতা করা। অসৎ ও অকল্যাণকর কাজে বাধা দেয়া। কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে-

تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ

"সৎ কাজও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না।" (সূরা আল-মায়েদা : ২)

জিযিয়া প্রদান করা ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নির্ধারিত জিযিয়া প্রদান করা অমুসলিম নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তবে তাদের প্রতি কঠোরতা প্রয়োগ করতে নবী করীম (স) নিষেধ করেছেন। হযরত উমর (রা)-এর নির্দেশ ছিল "যে পরিমাণ সম্পদ রাষ্ট্রকে প্রদান করা তাদের সামর্থ্যের বাইরে তা দিতে তাদেরকে বাধ্য করা যাবে না।"

"যে ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিককে কোন রূপ কষ্ট দেবে। আমি নিজেই তার বিপক্ষে দাঁড়াব এবং আমি যার বিরুদ্ধে দাঁড়াব কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে আমি মামলা দায়ের করব।" (আল-হাদীস)

সর্বদা রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনা করা ঃ মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক যারা আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি বা সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হয়ে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করছে রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনা করা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। রাষ্ট্রের মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এমন কোন কাজ তারা করতে পারবে না।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মুসলিম নাগরিক ও অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে কতিপয় পার্থক্য ছাড়া মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। অতএব কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে মুসলিম অমুসিলম সকলেই সমান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন

১. মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের অধিকারের ক্ষেত্রে পার্থক্য কি?

ক. কোন পার্থক্য নেই; খ. কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে;
গ. অমুসলিমদের কোন অধিকার সংরক্ষিত নেই; ঘ. উপরের কোন উত্তরই সঠিক নয়।

২. দেওয়ানী আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে?

ক. কোন পার্থক্য নেই; খ. মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে;
গ. দিওয়ানী আইন অমুসলিমদর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ঘ. উপরের কোন উত্তরই সঠিক নয়।

৩. অমুসলিমগণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন-

ক. সর্বত্রই অবাধে করতে পারবে; খ. তাদের নিজস্ব জনপদে অবাধে করতে পারবে;
গ. কোথাও অবাধে করতে পারবে না; ঘ. সীমিত আকারে করতে পারবে।

৪. অমুসলিমদের বিষয়ে নবী করীম (স) কী অসীয়ত করেছেন?

ক. তাদের নিরাপত্তা বিধান ওয়াজিব; খ. তাদের নিরাপত্তা বিধান ওয়াজিব নয়;
গ. মাঝে মধ্যে তাদের কষ্ট দেয়া যাবে; ঘ.উপরের কোন উত্তরই সঠিক নয়।

একথায় উত্তর দিন

১. অন্যায়ভাবে কোন অমুসলিমকে হত্যা করলে তার বিধান কী?
২. ফৌজদারী দন্ডবিধি মুসলিম-অমুসলিমদের সকলের জন্য কি সমান?
৩. ঘরোয়া কর্মকান্ড বলতে কী বুঝায়?
৪. ইসলামী রাষ্ট্রে জিম্মী ও মুসলিম নাগরিকদের মধ্যে মৌলিক সামাজিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য আছে কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. অমুসলিমদের জান-মালের নিরাপত্তার অধিকার সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
২. لهم مالنا وعليهم ما علينا বাক্যের ব্যাখ্যা করুন।
৩. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের ধর্ম-কর্ম পালন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৪. বাক স্বাধীনতা কি? অমুসলিমদের ক্ষেত্রে বাক স্বাধীনতার অধিকার বলতে কী বুঝায়? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. অমুসলিম নাগরিকদের অধিকারগুলো কি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।
২. অমুসলিম নাগরিকদের কর্তব্যগুলো বিস্তারিত আলোচনা করুন।
৩. জিযিয়া ও কর আদায়ে অমুসলিমদের ক্ষেত্রে কী বিধান রয়েছে? আলোচনা করুন।